প্রত্যাবাসন সম্পর্কে ভাষাগত বিবেচনা

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

রান্নার জ্বালানি ও উপকরণের অভাব এখনো সবচেয়ে বড় আশংকা

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১৫ × বুধবার, ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮

প্রত্যাবাসন সম্পর্কে ভাষাগত বিবেচনা

যদিও সংবাদসূত্রে জানা গেছে যে ২০১৯ সালের আগে প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা আর এগোবে না, তবু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার কারণে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে এর পরিকল্পনা এবং তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ও আশংকা বেড়ে গেছে। রোহিঙ্গারা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে তাদের নিজেদের ব্যাপারে এবং তাদের পরিবারের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাদের তথ্যের প্রয়োজন। এছাড়াও তারা চান যে এই ব্যাপারে তাদের মতামত জানা হবে, মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং তারা সক্রিয়ভাবে এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন। এই ধরনের সংবেদনশীল এবং আবেগপ্রবণ বিষয় নিয়ে কাজ করার সময় সহায়তার কাজে নিযুক্ত মানুষদের কিছু মূল শব্দ জেনে রাখা ভালো।

প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত জটিলতা

রোহিঙ্গা ভাষাতে ‘প্রত্যাবাসন’-এর কোনও প্রতিশব্দ নেই, এবং খুব কম রোহিঙ্গাভাষাভাষীই বাংলা শব্দ প্রত্যাবাসন-এর অর্থ বুঝতে পারেন। চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরাও প্রত্যাবাসন শব্দটিই ব্যবহার করেন। প্রত্যাবাসন বোঝাতে রোহিঙ্গারা বারমাত ওয়াফিস ফাটাই দোন কথাটি ব্যবহার করেন, যার মানে হল ‘মায়ানমারে ফেরত পাঠানো’। এই কথাটিতে এবং ব্যবহৃত অন্যান্য কথাতেও এটি লক্ষ্য করা যায় যে প্রত্যাবাসনের সাথে যুক্ত অন্যান্য কাজ মানুষ নিজে করে না বরং তাদের সাথে ‘করা হয়’। অর্থাৎ, ব্যবহৃত কথাগুলি ইংগিত দেয় যে মানুষের নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই বা তাদের এই সিদ্ধান্তগুলির কেন্দ্রে রাখা হচ্ছে না।

‘স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন’ কথাটি রোহিঙ্গা ভাষায় ব্যাখ্যা করা কঠিন। রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা নিজোর কুশি-কুশি বার্মাত ওয়াফিস লোইজোন কথাটি ব্যবহার করেন যার অর্থ হচ্ছে ‘স্বেচ্ছায় মায়ানমারে ফেরত নিয়ে আসা। উপরন্তু, রোহিঙ্গারা ইংরেজি শব্দ ‘ভলান্টারি’-র সাথে ‘ভলান্টিয়ারের’ মিল পান, যে শব্দটি ক্যাম্পে চাটগাঁইয়া ও বাংলা ভাষীরা প্রায়ই ব্যবহার করেন। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সম্প্রদায় তাদের ভাষায় ‘ভলান্টিয়ার’ শব্দটি সামিল করে নিয়েছেন যা দিয়ে নির্দিষ্টভাবে রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মীদের বোঝানো হয় (তারা এটিকে ‘বোলোনটিয়ার’ উচ্চারণ করেন)। শব্দের মধ্যে এই মিলের কারণে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে, কিছু মানুষ ভাবতে পারেন যে স্বেচ্ছাসেবীরা (ভলান্টিয়ার) মায়ানমারে ফিরে যাচ্ছেন। যেহেতু প্রত্যাবাসনের সাথে যুক্ত অনেক টেকনিক্যাল শব্দই রোহিঙ্গা ভাষায় নেই তাই সহজ শব্দ ব্যবহার করে প্রত্যাবাসনের ধারণা বুঝিয়ে বলা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ‘স্বেচ্ছায়’ বোঝানোর জন্য নিজোর ইস্সা অথবা কুশি-কুশি এবং ‘ফেরত যাওয়া’ বোঝানোর জন্য ওয়াফিস ব্যবহার করা যেতে পারে।

ট্রানজিট ক্যাম্পগুলিকে সাধারণত গাঁট বলা হয় যা বাংলা শব্দ ঘাট থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ ‘নদীর জেটি’। এর কারণ হল ট্রানজিট ক্যাম্পগুলি সাধারণত নাফ নদীর পাশে এই জেটিগুলির কাছাকাছি রয়েছে।

প্রত্যাবাসন সম্পর্কে প্রত্যাশা

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে বিভিন্ন কাজের জন্য অনেকগুলি কার্ড ব্যবহার করতে হয় এবং কখনও কখনও এগুলি বিভ্রান্তি অথবা মিথ্যা প্রত্যাশা তৈরি করে। এর মধ্যে রয়েছে পুষ্টি কার্ড, টিকা কার্ড এবং অবশ্যই MOHA (বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) কার্ড, যাকে রোহিঙ্গারা গনটা কার্ড বলেন (যা আক্ষরিক অর্থে ‘লকেট কার্ড’ বোঝায় কারণ তারা

কখনও কখনও এটি হারের মতো গলায় পরে থাকেন)। ইউএনএইচসিআর বায়োমেট্রিক কার্ড দেয়ার পর থেকে তাদের মধ্যে ভুল ধারণা ও প্রত্যাশা আরও বেড়ে গেছে এবং বহু গুজব তৈরি হয়েছে (যদিও এই আশংকাগুলি নিরসনের জন্য কিছু চেষ্টা করা হয়েছে)। রোহিঙ্গাদের মধ্যে ভয় আছে যে এই কার্ডগুলি তাদের পরিচয় (ফরিছো) ফাঁস করে দেবে এবং জোর করে প্রত্যাবাসনের তালিকায় হয়ত তাদের নাম উঠে যাবে। ক্যাম্পে কাজ করে এমন বেশ কয়েকটি সংস্থা লক্ষ্য করেছে যে, সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য এখন প্রত্যাবাসনের ভয়ে তাদের পুষ্টি বা টিকা কার্ড দেখানো এড়িয়ে চলছেন।

যদিও এই সম্প্রদায় প্রত্যাবাসনকে প্রধানত নেতিবাচক চোখেই দেখে, তবুও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে একদিন তাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। বহু রোহিঙ্গাই বলছেন যে তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছায় ফিরে যাবেন না। কিছু মানুষের দাবীর মধ্যে রয়েছে বর্মার নাগরিকত্ব (তাইরিনসা, বর্মী ভাষা থেকে নেওয়া) এবং তাদের জাতিগোষ্ঠীকে (জাত বা কওম) সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া।

প্রত্যাবর্তন নিয়ে কথোপকথন

এই সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলার সময় প্রত্যাবাসনের সাথে সরাসরি যুক্ত নয় এমন কিছু শব্দ নিয়েও আলোচনা করার দরকার হবে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সম্মান ও মর্যাদার (ইজ্জত) ধারণাকে মূল্য দিয়ে থাকেন। প্রবীণ মানুষ (মুরোব্বি), মাঝি, এবং ইমামদের তাই সৌজন্যমূলক, শ্রদ্ধাশীল ভাষায় সম্বোধন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সম্প্রদায়ের এই সদস্যরা তথ্য বিনিময় এবং প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। যদিও অনেক দোভাষী রোহিঙ্গাদের সাথে 'পরিচিত সৌজন্যমূলক' (তুঁই) এবং 'লৌকিকতাবর্জিত' (তুই) সর্বনাম ব্যবহার করে থাকেন, তবে সম্প্রদায়ের প্রবীণ মানুষ ও নেতাদের সাথে কথা বলার সময় 'অত্যন্ত সৌজন্যমূলক' সম্বোধন (আউনে) ব্যবহার করতে হবে।

'ভয়' (ডর) একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যা জানা উচিত, তেমন আরেকটি শব্দ হচ্ছে 'গুজব' (উরাইন্না-হবর)। 'সম্মতি' (রাজি) এবং 'গোপনীয়তা'র (গুফনিয়) জন্য রোহিঙ্গা শব্দগুলি জানাও অনেক কাজে আসবে। এবং সবশেষে, 'হ্যাঁ' (অয়'জে), 'না' (ন'জে), এবং 'জানি না'-র (ন জানি) মতো সহজ শব্দগুলি জানা প্রত্যাবাসন নিয়ে যেকোনো আলোচনার সময় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

এখনো রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় আশংকার কারণ হল রান্নার জ্বালানি ও উপকরণের অভাব

সূত্র: এই বিশ্লেষণটি ২০১৮ সালের মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এসিএফ তথ্য কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৮, ১৩, ১৪, ১৭, ১৯ এবং ২২ নং ক্যাম্প (সং = ২৩৮৬) থেকে সংগ্রহ করা জনগোষ্ঠীর মতামত ও আশংকা এবং সেই সাথে আশংকাগুলির পিছনে কি কি কারণ রয়েছে তা আরও ভালোভাবে বোঝার জন্য ১৩ নং ক্যাম্পে আয়োজিত ফলোআপ ফোকাস দলে আলোচনার ভিত্তিতে করা হয়েছে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া মতামত থেকে জানা যায় যে তারা এখনো প্রধানত রান্না করা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত; এবং গত ছয় মাসে হয়ত এই সমস্যাগুলি আরও প্রবল আকার ধারণ করেছে। গত চার মাসে (জুলাই থেকে অক্টোবর), সম্প্রদায়ের মতামতের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি এই বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে ছিল। এর পরেই যে দুটি সমস্যা সবচেয়ে বেশি উত্থাপন করা হয়েছে তা হল ত্রাণ সামগ্রী এবং নিরাপদ পানি পাওয়া নিয়ে আশংকা।

বিভিন্ন মাসে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের প্রধান তিনটি আশংকা

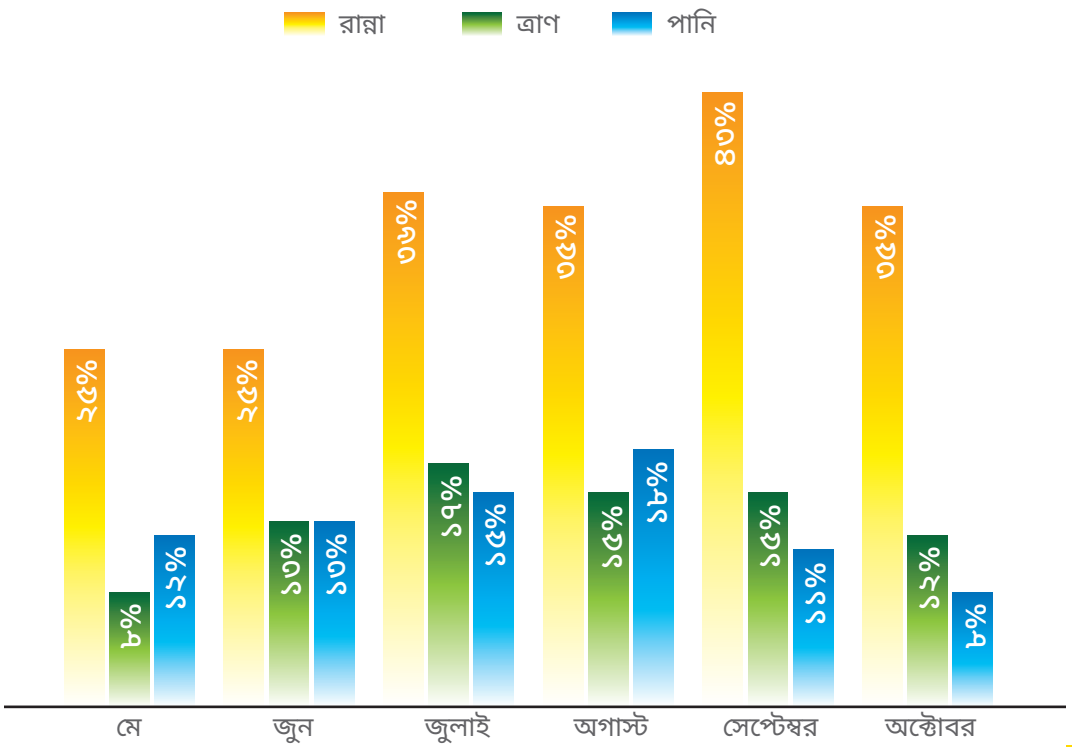

পুরুষ এবং মহিলাদের থেকে পাওয়া মতামত অনুযায়ী প্রধান তিনটি আশংকা

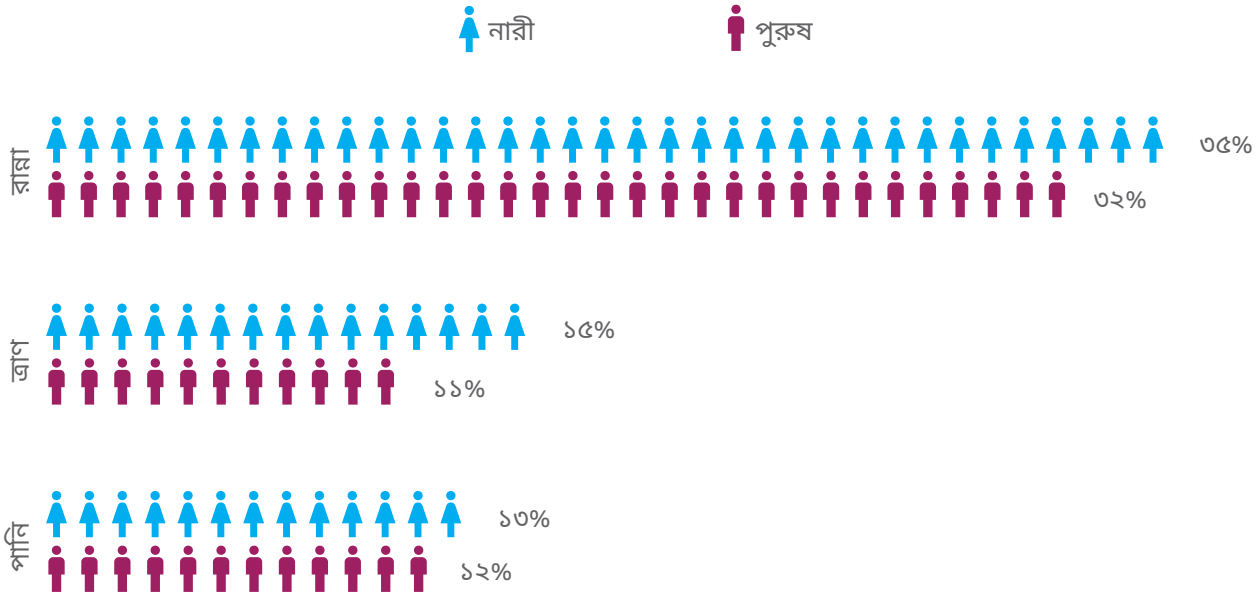

এই বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত তথ্যের বেশিরভাগটাই মহিলাদের দেওয়া মতামত*। কিন্তু, তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের রান্না সংক্রান্ত সমস্যা উল্লেখ করার সম্ভাবনা মাত্র ১.২ গুণ বেশি। এর থেকে বোঝা যায় যে এটি পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের জন্যেই চিন্তার একটি প্রধান বিষয়। বিশ্লেষণে আরও দেখা গেছে যে, পুরুষদের তুলনায় নারীদের পানি ও ত্রাণ সামগ্রী সম্পর্কিত সমস্যাগুলি উল্লেখ করার সম্ভাবনা সামান্যই বেশি।

জ্বালানী, পাত্র এবং বাসনপত্রের অভাব রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জীবন কষ্টকর করে তুলেছে

ক্যাম্পে বসবাসকারী রোহিঙ্গা পরিবারগুলিকে ত্রাণ প্যাকেজের অংশ হিসেবে জ্বালানি-কাঠ, কেরোসিন বা অন্য কোনও জ্বালানী সরবরাহ করা হয় না। ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে তারা ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা খরচ করে জ্বালানী কাঠ কেনেন যা কেবলমাত্র এক বা দুই দিন চলে। এই বিশাল খরচ এড়াতে পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ক্যাম্পের থেকে অনেক দূরে গিয়ে কাঠ কেনেন যেখানে তারা মাত্র ২০ টাকায় কাঠ পান, বা স্থানীয় বাংলাদেশী সম্প্রদায়কে কমপক্ষে ১ কেজি চাল দিয়ে বন থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে পারেন। কখনও কখনও পরিবারগুলি জ্বালানি হিসাবে কাগজ, প্লাস্টিক, ন্যাকড়া এবং বস্তা ব্যবহার করে - এই জিনিসগুলি ক্যাম্পের বিভিন্ন দোকান থেকে শিশুরা সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। কিন্তু অংশগ্রহণকারীরা জানিয়েছেন যে এটা করা এখন বেশ কঠিন হয়ে উঠেছে, কেননা রোহিঙ্গা শিশুরা এইসব জিনিস সংগ্রহ করতে গেলে দোকান মালিকরা তাদের উপর চিৎকার করছে, বকছে, মারছে এবং কখনও কখনও চুরি করার অভিযোগ করছে। এছাড়াও এই সব জিনিস সংগ্রহ করতে গিয়ে কিছু শিশু হারিয়ে গেছে বা এমনকি তাদের ক্যাম্প থেকে অপহরণ করা হয়েছে, যা বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তার একটি বিশাল কারণ।

> "ক্যাম্পে আমাদের প্রতিবেশীর একটা ছেলে বাজারে গিয়েছিল। একটা লোক তাকে পাঁচ টাকা দেয়। টাকা পাওয়ার পর, ছেলেটি টমটমে (স্থানীয় তিন চাকার গাড়ি) উঠে লোকটার সাথে চলে যায়। কিছু লোক সেটা লক্ষ্য করে এবং টমটমের পেছনে দৌড়ায়। লোকজন যখন সেই টমটমের খুব কাছাকাছি চলে আসে, তখন লোকটা ভয় পেয়ে ছেলেটাকে টমটম থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।"
>
> – মহিলা, ক্যাম্প ১৩

ফোকাস দলে অংশগ্রহণকারীরা আরও বলেছেন যে প্লাস্টিক, ন্যাকড়া এবং বোতল পোড়ানোর ফলে যে ধোঁয়া তৈরি হয় তা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। তাদের ঘরে কোনো জানলা না থাকায় ঘরের ভিতর থেকে ধোঁয়া বের হতে পারে না ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। আর ধোঁয়ায় কাপড়চোপড় ও ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্র চটচটে আর নোংরাও হয়ে যায়। তাদের মতে গ্যাসের চুলা পেলে এই সমস্যার সমাধান হবে।

মানুষ আরো জানিয়েছেন যে, রান্নাবান্নার জন্য তাদের কাছে যথেষ্ট হাঁড়িপাতিলও নেই। তারা বলেছেন, মায়ানমার থেকে সাথে করে যে অল্প কয়েকটি বাসনপত্র আনতে পেরেছিলেন সেগুলির কোনোটিই এখন আর ব্যবহারযোগ্য নেই – বেশিরভাগই ফুটো হয়ে গেছে কিংবা ভেঙে গেছে। তারা আরো জানিয়েছেন যে, পরিবারের সবাই মিলে একসাথে খাবার মত পর্যাপ্ত থালাবাসনও তাদের নেই।

* *ডাটাসেটের ৮০% – এর কারণ হচ্ছে এ.সি.এফ.-এর তথ্য কেন্দ্রের ব্যবহারকারীদের বেশিরভাগই মহিলা, কারণ কেন্দ্রগুলি পুষ্টিকেন্দ্রের মধ্যে অবস্থিত।*

ক্যাম্পে যত মানুষ বসবাস করছেন তাদের তুলনায় নলকূপ ও ল্যাট্রিনের সংখ্যা কম

এখন পানি সংক্রান্ত প্রধান আশংকাগুলি হল খাবার পানির নলকূপ এবং পর্যাপ্ত ল্যাট্রিনের অভাব। ফোকাস দলের অংশগ্রহণকারীদের মতে, প্রতি ব্লকে অন্তত চার থেকে পাঁচটি করে নলকূপ বসানো হলেও সেগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দুটি থেকেই নিরাপদ পানি পাওয়া যায় যা খাওয়া এবং কাচাধোয়া, রান্না ও গোসলের জন্য ব্যবহার করা যায়। বাকি নলকূপগুলির পানিতে অতিরিক্ত আয়রন থাকায় সেই পানি কাপড় ধোয়া বা গোসলের জন্যও ব্যবহার করা যায় না। এছাড়াও নলকূপগুলি যেই জায়গায় সেখানে সবসময় ভিড় থাকে এবং পুরুষরা গোসল করে। দিনের বেলা সেসব জায়গা থেকে মহিলারা পানি আনতে যেতে অস্বস্তি বোধ করেন। খুব জরুরি দরকার হলে তারা বোরখা পরে পানি আনতে যান।

রোহিঙ্গা নারীরা জানিয়েছেন যে, নলকূপের সামনে তাদের লম্বা লাইনে অপেক্ষা করতে হয় এবং গিয়ে পানি সংগ্রহ করে শেল্টারে ফিরে আসতে তাদের প্রায় তিন ঘন্টা সময় লেগে যায়। মানুষ বলছেন যে, নলকূপের হাতল চেপে পানি তুলতে অনেক বেশি শারীরিক শক্তির দরকার হয়, কারণ বেশিরভাগ ক্যাম্পই পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত আর এখন শীতকাল হওয়ার কারণে মাটিতে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। অংশগ্রহণকারীরা আরো জানিয়েছেন যে, মানুষের কাছে পানি মজুত করে রাখার মত যথেষ্ট পাত্র নেই এবং অনেকে মাঝে মাঝে পানি রাখার জন্য ডিগনিটি কিটের বালতিও ব্যবহার করছেন। খাবার পানির অভাবে মহিলারা পানি খাওয়া ও রান্নায় পানির ব্যবহার কমিয়ে দিচ্ছেন। অংশগ্রহণকারীরা বলছেন যে, নলকূপগুলি প্রায়ই মেরামত করার প্রয়োজন হয় এবং তাদের ত্রাণের সামগ্রী বিক্রি করে নলকূপের কলকব্জা কিনতে হচ্ছে।

> “দুই বা তিন মাস পর পরই আমাদের টিউবওয়েল মেরামত করতে হয়। কলকব্জা কেনার টাকার জন্য তাই আমাদেরকে দোকানে গিয়ে চাল বিক্রি করে দিতে হয়।"
>
> – পুরুষ, ক্যাম্প ১৩

ফোকাস দলের অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন যে, ক্যাম্পে মলত্যাগের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট নেই, আর পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা কোনও ব্যবস্থা নেই। মহিলা ও পুরুষ সবাই বলেছেন যে, টয়লেট ব্যবহারের জন্য একই লাইনে দাঁড়াতে তারা সংকোচ বোধ করেন। রোহিঙ্গা নারীরা বলেছেন যে, কোনও মহিলা টয়লেটের দরজায় টোকা দিলে শুধু তাদের হয়রানি করার জন্যেই ভিতরে থাকা পুরুষ অযথা দেরি করেন।

ল্যাট্রিন নিয়ে আর যেসব সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেগুলি হল:

- টয়লেটের ভিতরে পানির কোনও ব্যবস্থা নেই এবং ঘর থেকে পানি সাথে করে নিয়ে যেতে হয়।
- বাথরুমের দরজাগুলি ভাঙা, বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যায়। তাই মহিলারা সেগুলি ব্যবহার করতে অস্বস্তি বোধ করেন।
- টয়লেটের স্ল্যাব থেকে মাঝে মাঝে নোংরা পানি উপচে বের হয়ে আসে, তখন আর সেগুলি ব্যবহার করা যায় না।
- রাতের বেলা অপহরণ বা ধর্ষণের ভয়ে মহিলারা টয়লেটে একা যেতে ভয় পান। পরিবারের সদস্যরা তখন সাধারণত তাদের সাথে যান।

ত্রাণ ও ত্রাণ সামগ্রী সংক্রান্ত বিভিন্ন আশংকার বিস্তারিত বিবরণ *‘যা জানা জরুরি’* ইস্যু ১২ তে পাওয়া যাবে।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।